** ন্যায় ধর্ম বা ন্যায় বিচার সম্পর্কে প্লেটো : **

প্লেটো রিপাবলিক গ্রন্থে তাঁর গুরু সক্রেটিসের কাল্পনিক চরিত্রের মুখনিঃসৃত বাণীর মাধ্যমে ন্যায় ধর্ম বা ন্যায় বিচার আলোচনা করেছেন। তা হলো -
ন্যায়ধর্ম বা ন্যায় বিচার বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে তিনি প্রথমে এথেন্স এর ব্যবসায়ী শ্রেনীর একজন সিফেলাসের কাছে জানতে চান। জবাবে সিফেলাস বলেন, "সত্য কথা বলা এবং কথায় ও কাজে কোন গরমিল না থাকার নামই হচ্ছে ন্যায়বিচার।"

সিফেলাসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার দানের সময় উপস্থিত তার পুত্র পলিমারকাসও
ন্যায়বিচার বলতে কি বুঝায় প্লেটোর এই প্রশ্নের প্রায় একইরকম উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, "সত্য কথা বলা এবং যথাসময়ে ব্যক্তি ও দেবতার ঋণ পরিশোধ করার নাম ন্যায়বিচার।"

উপরোক্ত ধারণা দুটি সম্পর্কে প্লেটো দ্বিমত পোষণ করেন এবং বলেন যে, উপরোক্ত
মতামত দুটির অর্থ হচ্ছে, "ন্যায় বিচার বলতে বন্ধুর প্রতি সুআচরণ, আর শত্রুর প্রতি কুআচরণ করাকে বুঝায়।" কিন্তু কারোর প্রতি বিরূপ বা খারাপ আচরণ করার নাম ন্যায়বিচার হতে পারে না।"

এরপর তিনি ন্যায়বিচার সম্পর্কে উচ্চপদস্থ একজন রাজকর্মচারী থ্রাসিমেকাসের মতামত জানতে চান। তিনি বলেন, "ন্যায় বিচার শক্তিবানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রপ্রদত্ত আইনের প্রতীক।" প্লেটো এই মতবাদের সঙ্গেও একমত হতে পারেন নি। তিনি বলেন "এ কথার অর্থ হচ্ছে—অন্যায় ন্যায়ের চেয়ে উত্তম।" কিন্তু এটি কখনও ন্যায়বিচারের সংজ্ঞা হতে পারে না। কেননা, অন্যায় কখনই ন্যায়ের চেয়ে উত্তম নয়।

Scanned by CamScanner

সবশেষে তিনি সোফিস্ট চিন্তানায়ক ও তাঁর ভগ্নি গ্লুকৌনের কাছে ন্যায় বিচার সম্পর্কে জানতে চান। গ্লুকৌন বলেন যে, "ন্যায় বিচার প্রথাসঞ্জাত ব্যাপার মাত্র, এর কোন মৌলিকত্ব নেই। এটি কৃত্রিম।" প্লেটো অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ মতকেও প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে, "ন্যায় বিচার কোন কৃত্রিম ব্যাপার নয় বরং আদর্শ রাষ্ট্রের বিরাজমান নৈতিক উৎকর্ষের সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল রয়েছে। অর্থাৎ ন্যায়ধর্ম আইন ও উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্বলিত আদর্শ রাষ্ট্রেই বিরাজমান। মোট কথা আদর্শ রাষ্ট্র দেহ হলে, ন্যায় ধর্ম তার আত্মস্বরূপ। এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে, নৈতিক উৎকর্ষের চারটি গুণ বিদ্যমান-জ্ঞান, সাহস,আত্মসংযম ও ন্যায়বিচার। মূলতঃ ন্যায়বিচার হচ্ছে, পূর্বোক্ত গুণ তিনটির সম্মিলিত রূপ মাত্র। কেননা প্লেটোর মতে, কোন রাষ্ট্রের সমগ্র মানুষকে জ্ঞান, সাহস ও আত্মসংযমেরভিত্তিতে তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। এই তিনশ্রেণীর লোক রাষ্ট্রে তিন প্রকারের
কাজ করবে। যেমন : জ্ঞানীরা অভিজাত শ্রেণীর হওয়ায় এঁরা রাষ্ট্র শাসন করবেন। সাহসীরা যোদ্ধা শ্রেণীর হওয়ায় এঁরা রাষ্ট্রকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন ও দেশাভ্যন্তরস্থ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন।
আর কায়িক শ্রমদানে সক্ষম লোকেরা উৎপাদনকারী শ্রেণীরঅন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এরা দেশের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করবেন। বলা বাহুল্য যে, "কোন রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার বিরাজমান থাকলে ধরে নিতে হবে যে, ঐ রাষ্ট্রে অভিজাত শ্রেণী এবং যোদ্ধা ও উৎপাদনকারী শ্রেণীর লোকেরা স্ব স্ব কর্ম বা দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করছেন এবং এঁরা পরস্পর সুসম্পর্ক বজায় রাখছেন।"

কাজেই প্লেটোর মতে, " প্রত্যেকের স্ব স্ব যোগ্যতা অনুযায়ী স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করার নামই হচ্ছে ন্যায় ধর্ম বা ন্যায় বিচার ।"

Scanned by CamScanner